দৈনিক সংবাদ

তারিখ 19 AUG 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 2

২৯ মে ৮৯ ১৩০১৪৫

87

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭ই আগষ্ট (সংবাদদাতা)।—কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সব রাস্তা ও শহরগামী একমাত্র রাস্তা দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের অভাবে চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। জেলা সদরের সংগে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আশেপাশের ১০।১৫ মাইল এলাকার লোকদের ও যানবাহন চলাচলের সড়কপথ হচ্ছে খান বাহাদুর সড়ক। দীর্ঘদিন থেকে সংস্কারের অভাবে তা যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ অযোগ্য হয়ে পড়েছে। পীচ উঠে গিয়ে প্রায় সব রাস্তায় বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভেঙ্গে গেছে। বর্ষার সময় গর্তে হাঁটু পানি জমে যানবাহন চলাচলে মারাত্মক বিপদের সৃষ্টি করে। ফলে রিকশা নিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব হয়ে উঠে। ব্যস্ততম এই সড়কটিতে অসংখ্য রিক্সা, স্কুটার, ট্রাক, বাস প্রভৃতি চলাচলে মারাত্মক ঝুঁকি নিতে হচ্ছে। এতে করে মারাত্মক দুর্ঘটনা সহজে ঘটে যেতে পারে। গর্ত ও রাস্তা সংকীর্ণতার কারণে ইতিমধ্যে অনেক ছোটখাটো দুর্ঘটনা ঘটেছে। এই রাস্তাটির দু'ধারে দোকান তৈরী করার ফলে এর প্রশস্ততা অনেক কমে গেছে। ফলে এক সঙ্গে দু'টি বড় যানবাহন মোটেই চলাচল করতে পারে না। বড় যানবাহনকে সাইড দিতে গিয়ে অনেক রিকশা, স্কুটার প্রভৃতি উল্টে গিয়ে অনেক যাত্রী সাধারণের হাত-পা ভেঙ্গে গেছে। সম্প্রতি বন্যার ফলে রাস্তাটি পাট গুদামের কাছে মারাত্মক ভাঙ্গনের সম্মুখীন। ইতিমধ্যে ফাটলও ধরেছে। এ জায়গাটি যানবাহনের চলাচলের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এখানেই রাস্তাটির প্রশস্ততা সবচেয়ে কম এবং এর পূর্বপাশে রয়েছে ৫০ ফুট গভীর নদী।

কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই রাস্তাটির উপর একটি ছোট সেতু দীর্ঘদিন থেকে যানবাহন চলাচলের অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব বাসগুলো ভিন্ন পথে অনেক ঘুরে শহরে যাতায়াত করে আসছে। কিন্তু অন্য যানবাহনগুলো বিপদের ঝুঁকি নিয়ে এই সেতুর উপর দিয়ে চলাচল করে। এতে যেকোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনার সৃষ্টি হতে পারে।

অন্যদিকে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়স্থ রাস্তাগুলো দীর্ঘদিন থেকে সংস্কার না করার কারণে ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। রেল লাইনের সমান্তরাল প্রশস্ত রাস্তাটি সংস্কারের অভাবে তার পিচ ও ইট উঠে গিয়ে বড় বড় গর্ত সৃষ্টি হয়েছে। সাময়িকভাবে রাস্তাটির গর্তগুলো ইটের গুড়ো দিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হলেও বিশেষ কোন উন্নতি হয়নি। একটু বৃষ্টিতেই রাস্তায় পানি জমে যায় এবং চলাচলে চরম অসুবিধা হয়। এ ছাড়া প্রত্যেকটি রাস্তা নীচু হয়ে যাওয়ার কারণে সহজে তার উপর পানি জমে উঠে। পানি নিষ্কাশনের সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকার কারণে শামসুল হক হল থেকে অনুষদীয় ভবন পর্যন্ত রাস্তাটিতে একটু বৃষ্টিতেই পানি জমে এবং চলাচলের অযোগ্য হয়ে যায়।